গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
এবং
গ্রেট বৃটেন ও উত্তর আয়ারল্যান্ড যুক্তরাজ্য সরকারের মধ্যে
পুঁজি-বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের জন্য

চুক্তি পত্র

গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং গ্রেট বৃটেন ও উত্তর আয়ারল্যান্ড যুক্তরাজ্য সরকার ;

এক রাষ্ট্রের নাগরিকগণ ও কোম্পানীসমূহের জন্য অন্য রাষ্ট্রীয় ভূখন্ডে অধিকতর পুঁজি-বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির ইচ্ছা পোষণ করিয়া ;

আন্তর্জাতিক চুক্তির অধীন অনুরূপ পুঁজি-বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান এবং পারস্পরিক সংরক্ষণ, ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক উদ্যোগ গ্রহণে উদ্দীপনের সহায়ক হইবে এবং উভয় রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি সাধন করিবে, ইহা স্বীকার করিয়া ;

নিম্নরূপ চুক্তি সম্পাদন করিতে সম্মত হইয়াছেন :-

সংজ্ঞা

এই চুক্তির উদ্দেশ্যে—

(ক) "কোম্পানী" বলিতে বুঝাইবে —

(১) বাংলাদেশের ক্ষেত্রে, বাংলাদেশের যে কোন অংশে আপাততঃ বলবৎ আইনের অধীন সংবিধিবদ্ধ বা রেজিস্ট্রীকৃত কর্পোরেশন, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান বা সমিতিসমূহ,

(২) যুক্তরাজ্যের ক্ষেত্রে, যুক্তরাজ্যের যে কোন অংশে অথবা অনুচ্ছেদ -১১ এর বিধানানুযায়ী যে সকল এলাকায় এই চুক্তির আওতা সম্প্রসারিত হইয়াছে, সেই সকল এলাকায় বলবৎ আইনের অধীন সংবিধিবদ্ধ বা গঠিত কর্পোরেশন, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান বা সমিতিসমূহ,

(খ) "নাগরিকগণ" বলিতে বুঝাইবে —

(১) বাংলাদেশের ক্ষেত্রে, বাংলাদেশে আপাততঃ বলবৎ আইনানুসারে বাংলাদেশী নাগরিকের মর্যাদা অর্জনকারী সাকার ব্যক্তিগণ,

(২) যুক্তরাজ্যের ক্ষেত্রে, যুক্তরাজ্যের যে কোন অংশে অথবা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জন্য যে যে এলাকার উপর যুক্তরাজ্যের দায়িত্ব রহিয়াছে সেই সকল এলাকায় বলবৎ আইনানুসারে যুক্তরাজ্যের নাগরিকের মর্যাদা অর্জনকারী সাকার ব্যক্তিগণ,

(গ) "পুঁজি-বিনিয়োগ" বলিতে একচেটিয়াভাবে না হইলেও নিম্নে বর্ণিত বিষয় সমূহ বিশেষভাবে ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে —

(১) স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি এবং বন্ধক, পূর্বস্বত্ব অথবা লিখিতবদ্ধ অংগীকারসমূহের ন্যায় অন্যান্য যে কোন সম্পত্তি - স্বত্ব,

(২) কোম্পানীসমূহের শেয়ার, স্টক এবং ঋণপত্রসমূহ অথবা এইরূপ কোম্পানীসমূহের সম্পত্তির স্বার্থসমূহ,

(৩) আর্থিক মূল্য সম্পন্ন চুক্তির অধীনে অর্থ কিংবা কার্য সম্পাদন বাবদ দাবী,

(৪) বুদ্ধি-বৃত্তিক-সম্পদ-স্বত্ব এবং সুনাম,

(৫) প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান, অনুশীলন, আহরণ বা সদ্ব্যবহার বাবদ রেয়াত সহ এই আইনের দ্বারা অথবা চুক্তির অধীনে অর্পিত ব্যবসায়িক রেয়াতসমূহ,

(ঘ) "ভূখন্ড" বলিতে বুঝাইবে —

(১) বাংলাদেশের ক্ষেত্রে, যে এলাকায় গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান বলবৎ রহিয়াছে এবং বাংলাদেশের ভূখন্ডীয় সমুদ্র-সীমা বহির্ভূত যে কোন সমুদ্র এলাকা বা সমুদ্র-তলদেশ, যে সকল এলাকায় আন্তর্জাতিক আইন ও বাংলাদেশের আইনানুসারে বাংলাদেশের সার্বভৌম অধিকার বিদ্যমান সেই সকল এলাকা,

(২) যুক্তরাজ্যের ক্ষেত্রে, গ্রেট বৃটেন ও উত্তর আয়ারল্যান্ড এবং অনুচ্ছেদ -১১ এর বিধানানুযায়ী যে সকল এলাকায় এই চুক্তির আওতা সম্প্রসারিত হইয়াছে সেই সকল এলাকা।

(ঙ) "প্রতিদান" (রিটার্ণ) - বলিতে পুঁজি-বিনিয়োগ লব্ধ অর্থ বুঝাইবে এবং একচেটিয়াভাবে না হইলেও বিশেষভাবে লাভ, সুদ, মূলধনী-মুনাফা, লভ্যাংশ, স্বত্বমূল্য (রয়ালটি) অথবা ফী ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

অনুচ্ছেদ - ২

পুঁজি-বিনিয়োগ -বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ

(১) চুক্তি-সম্পাদনকারী প্রত্যেক পক্ষ স্বীয় ভূখন্ডে চুক্তি-সম্পাদনকারী অন্য পক্ষের নাগরিকগণ ও কোম্পানীসমূহের পুঁজি-বিনিয়োগের জন্য উৎসাহ প্রদান ও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিবেন এবং এই চুক্তি বলবৎ হইবার সময় উহার প্রচলিত আইনের দ্বারা অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য উহার অধিকার সাপেক্ষে উক্ত পুঁজি-বিনিয়োগের অনুমোদন দান করিবেন;

(২) চুক্তি-সম্পাদনকারী এক পক্ষের নাগরিকগণ অথবা কোম্পানীসমূহের পুঁজি-বিনিয়োগ ক্ষেত্রে চুক্তি-সম্পাদনকারী অন্য পক্ষের ভূখন্ডে, সর্বকালেই সুষ্ঠু ও সুষম ব্যবস্থা করা হইবে এবং উহার পূর্ণ হেফাজত ও নিরাপত্তা থাকিবে। চুক্তি-সম্পাদনকারী কোন এক পক্ষই অন্য পক্ষের নাগরিকগণ ও কোম্পানীসমূহের পুঁজি-বিনিয়োগের ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যবহার, ভোগ দখল কিংবা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে কোন অযৌক্তিক অথবা পক্ষপাতমূলক ব্যবস্থার দ্বারা কোন প্রকারে ক্ষতিসাধন করিবেন না। চুক্তি-সম্পাদনকারী প্রত্যেক পক্ষ অন্য পক্ষের নাগরিক ও কোম্পানীসমূহের পুঁজি-বিনিয়োগ সম্পর্কে কোন বাধ্যবাধকতা পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইলে তাহা পালন করিবেন।

''সর্বাধিক-আনুকূল্য-প্রাপ্ত জাতি''-বিধানসমূহ

(১) চুক্তি-সম্পাদনকারী কোন পক্ষ স্বীয় ভূখন্ডে, তৃতীয় কোন রাষ্ট্রের নাগরিকগণ ও কোম্পানীসমূহের পুঁজি-বিনিয়োগ এবং মুনাফার বেলায় যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন চুক্তি-সম্পাদনকারী অন্য পক্ষের নাগরিকগণ বা কোম্পানীসমূহের পুঁজি-বিনিয়োগ ও মুনাফার ক্ষেত্রে তদপেক্ষা কম অনুকূল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন না।

(২) চুক্তি-সম্পাদনকারী কোন পক্ষ স্বীয় ভূখন্ডে, তৃতীয় রাষ্ট্রের নাগরিকগণ অথবা কোম্পানীসমূহের পুঁজি-বিনিয়োগের ব্যবস্থাপনা, ব্যবহার, ভোগ-দখল অথবা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে যেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, চুক্তি-সম্পাদনকারী অন্য পক্ষের বেলায় তদপেক্ষা কম অনুকূল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন না।

অনুচ্ছেদ-৪

লোকসানের ক্ষতিপূরণ

(১) চুক্তি-সম্পাদনকারী এক পক্ষের নাগরিকগণ বা কোম্পানীসমূহের পুঁজি-বিনিয়োগসমূহ চুক্তি-সম্পাদনকারী অন্য পক্ষের ভূখন্ডে যুদ্ধ বা অন্যবিধ সশস্ত্র সংঘর্ষ, বিপ্লব, জাতীয় জরুরী অবস্থা, বিদ্রোহ অথবা দাঙ্গা-হাঙ্গামার কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হইলে চুক্তি-সম্পাদনকারী শেষোক্ত পক্ষ তাঁহাদের নিজস্ব নাগরিকগণ বা কোম্পানীসমূহ বা যে কোন তৃতীয় রাষ্ট্রের নাগরিকগণ অথবা কোম্পানীসমূহের বেলায় পুনঃস্থাপন, ক্ষতিপূরণ, খেসারত প্রদান অথবা অন্যবিধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে যেরূপ ব্যবস্থা গ্রহন করিবেন তদপেক্ষা কম অনুকূল ব্যবস্থা গ্রহন করিবেন না,

(২) এই অনুচ্ছেদের ১ নং প্যারার হানি না ঘটাইয়া চুক্তি-সম্পাদনকারী এক পক্ষের যে সমস্ত নাগরিক এবং কোম্পানী উক্ত প্যারায় বর্ণিত যে কোন পরিস্থিতি হেতু চুক্তি-সম্পাদনকারী অন্য পক্ষের ভূখন্ডে—

(ক) ইহার বাহিনীসমূহ বা কর্তৃপক্ষ দ্বারা তাঁহাদের সম্পত্তি হুকুম দখল করনের ফলে, বা

(খ) যুদ্ধবিগ্রহ দ্বারা সংঘটিত না হইলে অথবা পরিস্থিতির প্রয়োজনে দরকার না হইলে ইহার বাহিনীসমূহ বা কর্তৃপক্ষের দ্বারা তাঁহাদের সম্পত্তি ধ্বংসের ফলে,

যে ক্ষয়-ক্ষতি হইবে তাহার পুনঃস্থাপন অথবা তৎজন্য পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে। উপরি-উক্ত কার্য-কলাপের ফলে অর্থ-পরিশোধ যতশীঘ্র সম্ভব অবাধে প্রত্যাবর্তনযোগ্য হইবে।

অনুচ্ছেদ-৫

স্বত্বনিরসন

(১) চুক্তি-সম্পাদনকারী এক পক্ষের ভূখণ্ডে চুক্তি-সম্পাদনকারী অন্য পক্ষের নাগরিকগণ অথবা কোম্পানীসমূহের বিনিয়োগকৃত পুঁজিসমূহ প্রথমোক্ত পক্ষের আভ্যন্তরীণ চাহিদার সহিত সম্পর্কিত জনস্বার্থের উদ্দেশ্য ব্যতীত এবং ত্বরিত, পর্যাপ্ত ও কার্যকর ক্ষতিপূরণ প্রদান না করিয়া রাষ্ট্রায়ত্ত বা অধিগ্রহণ (অতঃপর অধিগ্রহণ বলিয়া উল্লিখিত) করা হইবে না অথবা তৎসম্পর্কে রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা অধিগ্রহণের অনুরূপ এমন কোন ব্যবস্থা করা হইবে না। উক্ত বিনিয়োগকৃত পুঁজির অধিগ্রহণের কথা অবহিত হইবার অব্যবহিত পূর্বের পূর্ণমূল্যের সমপরিমাণ অর্থই উক্ত ক্ষতিপূরণ বলিয়া গণ্য হইবে, ইহা অবিলম্বে প্রদান করিতে হইবে এবং কার্যকরভাবে আদায়যোগ্য ও অবাধ প্রত্যাবর্তনযোগ্য হইবে, অধিগ্রহণ এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণের বৈধতা আইনের যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসারে পুনরীক্ষণ করা যাইবে।

(২) চুক্তি-সম্পাদনকারী এক পক্ষ যখন স্বীয় ভূখণ্ডের কোন অংশে বলবৎ আইনের অধীনে সংবিধিবদ্ধ অথবা গঠিত কোন কোম্পানী, যাহাতে চুক্তি-সম্পাদনকারী অন্য পক্ষের নাগরিক অথবা কোম্পানীসমূহের শেয়ার আছে এইরূপ কোম্পানীর পরিসম্পদসমূহের অধিগ্রহণ করেন তখন চুক্তি-সম্পাদনকারী অন্য পক্ষের নাগরিক অথবা কোম্পানীসমূহ যাহারা ঐ শেয়ারসমূহের মালিক, তাঁহাদের বিনিয়োগকৃত পুঁজির জন্য সত্বর, পর্যাপ্ত এবং কার্যকরী ক্ষতিপূরণ দানের নিশ্চয়তার জন্য এই অনুচ্ছেদের (১) প্যারার বিধানাবলী যতদূর প্রয়োজন ততদূর পর্যন্ত প্রয়োগ করিবার নিশ্চয়তা দিবেন।

অনুচ্ছেদ-৬

পুঁজি-বিনিয়োগ প্রত্যাবর্তন

চুক্তি-সম্পাদনকারী প্রত্যেক পক্ষ পুঁজি-বিনিয়োগের ক্ষেত্রে, চুক্তি-সম্পাদনকারী অন্য পক্ষের নাগরিক বা কোম্পানীসমূহের উক্ত পুঁজি ও উক্ত পুঁজি-বিনিয়োগ বাবদ মুনাফার অবাধ প্রত্যাবর্তনের নিশ্চয়তা প্রদান করিবেন, তবে উক্ত নিশ্চয়তা প্রদান, ব্যতিক্রমমূলক আর্থিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে চুক্তির প্রত্যেক পক্ষ উহার আইন মোতাবেক যে সকল ক্ষমতা ন্যায় সংগতভাবে ও সরল বিশ্বাসে প্রয়োগের অধিকারী সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারের শর্ত সাপেক্ষ হইবে।

ব্যতিক্রমসমূহ

এই চুক্তির যে কোন পক্ষের অথবা কোন তৃতীয় রাষ্ট্রের নাগরিকগণ বা কোম্পানীসমূহকে প্রদত্ত কম অনুকুল নয় এমন সুবিধাদি সংক্রান্ত এই চুক্তির বিধানাবলী এমনভাবে ব্যাখ্যাত হইবে না যদ্বারা এক পক্ষ অন্য পক্ষের নাগরিক অথবা কোম্পানীসমূহকে এমন সুবিধাদি, অগ্রাধিকার বা বিশেষ অধিকার দিতে বাধ্য হন যাহা নিম্নোক্ত কার্যক্রম নহে :-

(ক) যে কোন বিদ্যমান অথবা ভবিষ্যৎ কাস্টমস-ইউনিয়ন অথবা অনুরূপ আন্তর্জাতিক চুক্তি যাহাতে চুক্তি-সম্পাদনকারী পক্ষদ্বয়ের যে কোন পক্ষ যোগদান করিয়াছে অথবা করিতে পারে, অথবা

(খ) যে কোন দ্বি-পাক্ষিক / আন্তর্জাতিক চুক্তি অথবা ব্যবস্থা যাহা সম্পূর্ণ প্রধানতঃ করারোপ সম্পর্কিত অথবা যে কোন দেশীয় আইন যাহা সম্পূর্ণ বা প্রধানতঃ করারোপ সম্পর্কিত।

অনুচ্ছেদ-৮

বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে প্রেরণ

(১) চুক্তি-সম্পাদনকারী প্রত্যেক পক্ষ এতদ্বারা সম্মত হইলেন যে চুক্তি-সম্পাদনকারী এক পক্ষ এবং চুক্তি-সম্পাদনকারী অন্য পক্ষের নাগরিকগণ বা কোম্পানীসমূহের মধ্যে প্রথমোক্ত পক্ষের ভূখন্ডে শেষোক্ত পক্ষের পুঁজি-বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোন আইনগত বিরোধ দেখা দিলে তাহা আপোষ ও সালিশীর মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য ১৯৬৫ সনের ১৮ই মার্চ তারিখে ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত কনভেনশনে স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক পুঁজি-বিনিয়োগ বিরোধ নিষ্পত্তি কেন্দ্রে (অতঃপর "কেন্দ্র" বলিয়া বর্ণিত) উপস্থাপন করা হইবে। চুক্তি-সম্পাদনকারী এক পক্ষের ভূখন্ডে বলবৎ আইনের অধীনে সংবিধিবদ্ধ বা গঠিত কোন কোম্পানীর যাহার অধিকাংশ শেয়ার অনুরূপ বিরোধ উদ্ভূত হওয়ার পূর্বেই চুক্তির অন্য পক্ষের নাগরিক কিংবা কোম্পানীসমূহের মালিকানাভুক্ত হইয়াছে তাহা কনভেনশনের ২৫(২)(খ) অনুচ্ছেদ মোতাবেক এই কনভেনশনের উদ্দেশ্যে চুক্তির অন্য পক্ষের কোম্পানী বলিয়া গন্য হইবে। যদি অনুরূপ কোন বিরোধ দেখা দেয় এবং বিবাদমান পক্ষসমূহ স্থানীয়ভাবে প্রতিকারমূলক প্রচেষ্টার মাধ্যমে কিংবা অন্য প্রকারে তিন মাসের মধ্যে কোন সমঝোতায় পৌঁছাইতে না পারেন তাহা হইলে, উক্ত ক্ষতিগ্রস্থ নাগরিক কিংবা কোম্পানী যদি কনভেনশনের অধীন আপোষ বা সালিশীর মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য বিরোধটি কেন্দ্রের নিকট পেশ করিতে লিখিত সম্মতি প্রদান করেন তবে কোন এক পক্ষ কেন্দ্রের মহা-সচিবের বরাবরে উক্ত মর্মে লিখিতভাবে আবেদন জানাইয়া উক্ত কনভেনশনের ২৮ ও ৩৬ অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক প্রোসিডিং শুরু করিতে পারিবেন। বিরোধ নিষ্পত্তি ক্ষেত্রে আপোষ কিংবা সালিশী এই দুইটির কোনটি অধিকতর পদ্ধতি এই প্রশ্নে মতানৈক্য দেখা দিলে যে কোন একটি পন্থা বাছিয়া নেওয়ার অধিকার ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি বা কোম্পানীর থাকিবে। বিবাদমান একটি পক্ষ (ব্যক্তি বা কোম্পানী) তাহার/ইহার কিছু পরিমাণ বা সম্পূর্ণ ক্ষতির জন্য বীমা চুক্তি অনুসারে ক্ষতিপূরণ লাভ করিয়াছে এই মর্মে কোন আপত্তি প্রোসিডিং চলা কালে কিংবা কোন রোয়েদাদ বলবৎ করণের কোন পর্যায়ে বিবাদমান অন্য পক্ষ উত্থাপন করিতে পারিবেন না।

(২) চুক্তি-সম্পাদনকারী কোন পক্ষই কেন্দ্রের নিকট পেশকৃত কোন বিরোধ সম্পর্কে কূটনৈতিক পন্থায় কোন ব্যবস্থা গ্রহন করিবেন না, যদি না

(ক) কেন্দ্রের মহা-সচিব অথবা তৎকর্তৃক গঠিত কোন আপোষ নিষ্পত্তি কমিশন কিংবা কোন সালিশী ট্রাইব্যুনাল এই মর্মে সিদ্ধান্ত দেন যে বিরোধটি কেন্দ্রের এখতিয়ারভুক্ত নহে, অথবা

(খ) চুক্তি-সম্পাদনকারী অপর পক্ষ সালিশী ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত রোয়েদাদ মানিয়া চলিতে ব্যর্থ হন অথবা তদনুযায়ী চলিতে অসম্মত হন।

চুক্তি-সম্পাদনকারী পক্ষদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ

(১) চুক্তি-সম্পাদনকারী পক্ষদ্বয়ের মধ্যে এই চুক্তির ব্যাখ্যা বা প্রয়োগ সম্পর্কে বিরোধ, যদি সম্ভব হয়, তবে কূটনৈতিক পন্থায় নিষ্পত্তি করা হইবে।

(২) চুক্তি-সম্পাদনকারী পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কোন বিরোধ যদি এইরূপে নিষ্পত্তি করা না যায়, তাহা হইলে যে কোন পক্ষের অনুরোধক্রমে বিরোধটি সালিশী ট্রাইব্যুনালে পেশ করা যাইবে।

(৩) এইরূপ সালিশী ট্রাইব্যুনাল প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নিম্নরূপ পদ্ধতিতে গঠিত হইবে। সালিশীর জন্য অনুরোধ প্রাপ্তির দুই মাসের মধ্যে চুক্তি-সম্পাদনকারী প্রত্যেক পক্ষ ট্রাইব্যুনালের একজন সদস্য নিয়োগ করিবেন। উক্ত দুইজন সদস্য কোন তৃতীয় রাষ্ট্রের একজন নাগরিককে মনোনীত করিবেন যিনি চুক্তি-সম্পাদনকারী পক্ষদ্বয় কর্তৃক অনুমোদনক্রমে উক্ত ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইবেন। অন্য দুইজন সদস্য নিয়োগের দুই মাসের মধ্যে চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হইবে।

(৪) যদি এই অনুচ্ছেদের (৩) প্যারায় বর্ণিত মেয়াদের মধ্যে প্রয়োজনীয় নিয়োগদানের ব্যবস্থা করা না হয়, তাহা হইলে চুক্তি-সম্পাদনকারী পক্ষদ্বয়ের যে কোন পক্ষ, অন্য কোন চুক্তির অবর্তমানে, আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের প্রেসিডেন্টকে প্রয়োজনীয় নিয়োগদানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানাইতে পারিবেন। যদি প্রেসিডেন্ট চুক্তি-সম্পাদনকারী পক্ষদ্বয়ের কোন পক্ষের নাগরিক হন অথবা যদি তিনি প্রকারান্তরে উক্ত দায়িত্ব পালন করা হইতে নিবৃত্ত হন, তাহা হইলে প্রয়োজনীয় নিয়োগদানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ভাইস-প্রেসিডেন্টকে আহবান জানাইতে পারিবেন। যদি ভাইস-প্রেসিডেন্ট চুক্তি-সম্পাদনকারী পক্ষদ্বয়ের কোন পক্ষের নাগরিক হন, তবে তিনিও যদি উক্ত দায়িত্ব পালন করা হইতে নিবৃত্ত হন, তাহা হইলে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের পরবর্তী প্রবীনতম সদস্য যিনি চুক্তি-সম্পাদনকারী পক্ষদ্বয়ের কোন পক্ষের নাগরিক নহেন, তাঁহাকে প্রয়োজনীয় নিয়োগদানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানাইতে পারিবেন।

(৫) সালিশী ট্রাইব্যুনাল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে উহার সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন। এইরূপ সিদ্ধান্ত চুক্তি-সম্পাদনকারী উভয় পক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক হইবে। চুক্তি-সম্পাদনকারী প্রত্যেক পক্ষ ট্রাইব্যুনালে উহার সদস্য এবং সালিশী কার্যধারায় উহার প্রতিনিধিত্বের ব্যয় বহন করিবেন, চেয়ারম্যানের জন্য ব্যয় এবং অবশিষ্ট অন্যান্য ব্যয় চুক্তি-সম্পাদনকারী পক্ষদ্বয় সমান অংশে বহন করিবেন। ট্রাইব্যুনাল অবশ্য স্বীয় সিদ্ধান্তে অনুযায়ী নির্দেশ দিতে পারিবেন যে, ব্যয়ভারের সিংহভাগ চুক্তি-সম্পাদনকারী পক্ষদ্বয়ের কোন এক পক্ষ বহন করিবেন, এবং এই রোয়েদাদ চুক্তি-সম্পাদনকারী উভয় পক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক হইবে। ট্রাইব্যুনাল স্বীয় কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন।

প্রতিস্থাপন

যদি চুক্তি-সম্পাদনকারী কোন পক্ষ চুক্তি-সম্পাদনকারী অপর পক্ষের ভূখন্ডে পুঁজি-বিনিয়োগ বা উহার কোন অংশ বিশেষের জন্য প্রদত্ত কোন ক্ষতিপূরণ মুচলেকার অধীনে কোন অর্থ প্রদান করেন তাহা হইলে শেষোক্ত চুক্তি-সম্পাদনকারী পক্ষ -

(ক) প্রথমোক্ত চুক্তি-সম্পাদনকারী পক্ষের (অথবা উহার মনোনীত এজেন্সী) নিকট ক্ষতিপূরণ মুচলেকা প্রাপ্ত পক্ষের কোন অধিকার বা দাবীর স্বত্ব-নিয়োগ আইনের অধীনে হউক অথবা বৈধ আইনানুগ লেন-দেনের অনুসরণে বলবৎ হউক,
এবং

(খ) প্রথমোক্ত চুক্তি-সম্পাদনকারী পক্ষের (অথবা উহার মনোনীত এজেন্সী) প্রতিস্থাপনের দ্বারা অনুরূপ পক্ষের অধিকার প্রয়োগ ও দাবী বলবৎ করার অধিকার রহিয়াছে

বলিয়া স্বীকার করিবেন।

চুক্তি-সম্পাদনকারী প্রথমোক্ত পক্ষ (অথবা উহার মনোনীত এজেন্সী) যদি এইরূপ ইচ্ছা পোষণ করেন তবে তদনুসারে চুক্তি-সম্পাদনকারী শেষোক্ত পক্ষের ভূখন্ডের কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনালের সমক্ষে বা অন্য কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে উহার স্বত্বের-পূর্বসূরীর ন্যায় একই পরিমাণে অনুরূপ অধিকার বা দাবী ঘোষণা করিবার অধিকারী হইবেন। যদি চুক্তি-সম্পাদনকারী প্রথমোক্ত পক্ষ চুক্তি-সম্পাদনকারী অপর পক্ষের আইনানুগ মুদ্রায় কোন অর্থ লাভ করেন তাহা হইলে চুক্তি-সম্পাদনকারী প্রথম পক্ষ তৎসম্পর্কে চুক্তি-সম্পাদনকারী অপর পক্ষের কোন কোম্পানী বা নাগরিকের তহবিলের ব্যাপারে যেরূপ অনুকূল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় অথবা ক্ষতিপূরণের মুচলেকা প্রাপ্ত পক্ষ কর্তৃক পুঁজি-বিনিয়োগের কার্যাবলীতে অনুরূপ কার্যে নিয়োজিত কোন তৃতীয় রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে যেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে সেইরূপ ব্যবস্থার অধিকারী হইবেন। চুক্তি-সম্পাদনকারী অপর পক্ষের ভূখন্ডে এইরূপ অর্থ ও পাওনা চুক্তি-সম্পাদনকারী সংশ্লিষ্ট প্রথম পক্ষের জন্য উক্ত অপর পক্ষের ভূখন্ডে ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে অবাধে প্রাপ্য হইবে।

ভূখণ্ডীয় সম্প্রসারণ

এই চুক্তি স্বাক্ষরের সময়ে বা অতঃপর যে কোন সময়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্য সরকারের যে যে ভূখণ্ডে দায়িত্ব রহিয়াছে সেই সেই ভূখণ্ডে চুক্তি-সম্পাদনকারী পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সম্মত উপায়ে কূটনৈতিক-পত্র বিনিময়ের মাধ্যমে চুক্তির বিধানাবলীর কার্যকরতা সম্প্রসারিত হইতে পারে।

অনুচ্ছেদ-১৩

চুক্তির মেয়াদ ও অবসান

এই চুক্তি দশ বৎসর পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। তাহার পর যে তারিখে পক্ষদ্বয়ের কোন পক্ষ অপর পক্ষকে এই চুক্তি অবসানের জন্য লিখিতভাবে নোটিশ প্রদান করিবেন সেই তারিখ হইতে বার মাস অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। তবে শর্ত থাকে যে, এই চুক্তি বলবৎ থাকাকালে বিনিয়োগকৃত পুঁজির ব্যাপারে চুক্তির বিধানাবলীর, এবং অতঃপর সাধারণ আন্তর্জাতিক আইনের বিধানসমূহের হানি না করিয়া অবসানের পরেও এই চুক্তি দশ বৎসর পর্যন্ত কার্যকর থাকিবে।

এই চুক্তির সাক্ষ্য স্বরূপ নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ যথাক্রমে তাঁহাদের নিজ নিজ সরকারের অনুমতি সহকারে এই চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন।

এই চুক্তি ১৯৮০ সনের জুন মাসের ১১ তারিখ বাংলা ও ইংরাজী এই দুই ভাষায় লন্ডনে সম্পাদিত হইল এবং এই দুইটি পাঠই সমভাবে প্রামানিক পাঠ বলিয়া গন্য হইবে।

গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে

F. MAHTAR

গ্রেট বৃটেন ও উত্তর আয়ারল্যান্ড যুক্তরাজ্য
সরকারের পক্ষে

DOUGLAS HURD

Printed in England by Her Majesty's Stationery Office

20983—290 312566 Dd 0592997 K10 8/80